সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ত্রাণ কর্মসূচি-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ত্রাণ কর্মসূচী-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০১.১৫.২৫৭ তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি.

বিষয়: গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২১।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে:

১. কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

(খ) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনে সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য –

(১) গ্রামীণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
(২) গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যশস্য সরবরাহ ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
(৩) দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি;
(৪) সোলার স্ট্রিট লাইট ও দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন এবং সরকারি বিশেষ নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন।

২.১ কর্মসূচির উপকারভোগী বাছাই প্রক্রিয়া-
এ কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা যাইবে:
(১) সর্বোচ্চ ০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিকানা সম্পন্ন ব্যক্তি;
(২) নদী ভাঙ্গণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ব্যক্তি।

২.২ খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করিবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই সম্পদ জেলা প্রশাসক বরাবর ৪০% জনসংখ্যা, ৪০% দুঃস্থতা এবং ২০% আয়তনের ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করিবে।

(খ) জেলা প্রশাসক উপরে বর্ণিত ২.২(ক) অনুসারে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা পৌরসভা ও উপজেলাওয়ারী বরাদ্দ করিবেন। পৌরসভা/উপজেলা কমিটি বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ২০% রিজার্ভ রাখিয়া অবশিষ্ট খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ৫০% জনসংখ্যা এবং ৫০% আয়তনের ভিত্তিতে পৌরওয়ার্ড/ইউনিয়নভিত্তিক পুনঃবরাদ্দ করিয়া প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে।

(গ) উক্ত রিজার্ভ ২০% খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ দ্বারা উপজেলা/পৌরসভা কমিটি সরাসরি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ করিবে যেন অব্যাহতভাবে কোন ইউনিয়ন/পৌরওয়ার্ড বঞ্চিত না হয়। এক্ষেত্রে কমিটি আন্ত:ইউনিয়নব্যাপী/আন্ত:পৌরসভাব্যাপী প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে পারিবে।

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করিতে পারিবে। ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি আবেদনপত্র/আধা-সরকারী পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া যাইবে।

(ঙ) এই মন্ত্রণালয় হইতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের অনুকূলে বরাদ্দ থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

(চ) বরাদ্দ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জিও জারী হওয়ার সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে সকল পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা দাখিল করিতে হইবে।

(ছ) ইউনিয়নে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ড যাহাতে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। সম্ভব হইলে ওয়ার্ডের কাঁচা রাস্তার পরিমাণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভাজন করিতে হইবে।

(জ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া জলোচ্ছাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধ, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়, সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি তাৎক্ষণিক সংস্কার/মেরামতের প্রয়োজন হইলে উক্ত প্রকল্প সমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে। দুর্যোগের অব্যবহিত পরেই জেলা প্রশাসক তাঁহার অধিক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাপ্ত বরাদ্দ হইতে এই নির্দেশিকা অনুসরণ করিয়া প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(ঝ) সরকার প্রয়োজনবোধে এই কর্মসূচির অধীনে সমুদয় বরাদ্দ ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার/উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে পারিবে। তবে, এইসব শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান অবশ্যই সরকারের কোন না কোন বিভাগের আওতায় নিবন্ধিত হইতে হইবে। তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের বিষয় শিথিলযোগ্য হইবে।

৩. প্রকল্পের কাজের ধরণ/পরিধি

(ক) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যাইবে:
(১) বিগত বছরের বাস্তবায়িত কাবিখা প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ;
(২) বাঁধ ও রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ;
(৩) নালা নির্মাণ/সংস্কার, নর্দমা খনন এবং সংরক্ষণ;
(৪) ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত/উন্নয়ন;
(৫) সেনিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণসহ জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নকল্পে জনহিতকর কার্য সম্পাদন;
(৬) গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে বাঁশ/কাঠের সাঁকো নির্মাণ;
(৭) বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তির জন্য এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকূপ প্রতিষ্ঠা;
(৮) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না;
(৯) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যাহার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করিতে পারে বা পুকুর সংস্কার করিবার পরও তাহা অব্যাহত থাকিবে এমন নিশ্চয়তা পাইলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করিতে পারে;
(১০) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সহিত আবশ্যিকভাবে দাখিল করিতে হইবে;
(১১) বর্ষণের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাহাতে ধুইয়া সরিয়া যাইতে না পারে তাহার জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা রাস্তার মাটি রক্ষা করিতে পারে এমন উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে। এইরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১০০% পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা বরাদ্দকৃত নগদ অর্থ এই ওয়াল নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাইবে;
(১২) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের সহিত আর্থিক ও বাস্তব উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সহযোগে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে;
(১৩) স্বল্প খরচে দরিদ্রতম পরিবারের জন্য জলোচ্ছাস/বন্যা সীমার উর্ধে ঝড়/ঘূর্ণিঝড়/সাইক্লোন সহনীয় গৃহনির্মাণ;
(১৪) কাবিখা নির্মিত ব্রীজ-কালভার্ট মেরামত;
(১৫) আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহকরণ;
(১৬) মেরামতাধীন/সংস্কারাধীন সরকারী পুকুর/জলাশয় অবৈধ দখল রোধে প্রয়োজনীয় সীমানা পিলার স্থাপন;
(১৭) মেরামতাধীন রাস্তার সীমানা এবং সংস্কারাধীন পুকুর/জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপণ;
(১৮) গ্রামীণ রাস্তায় জনসমাগম হয় এমন স্থানে প্রয়োজনে সোলার স্ট্রিট লাইট এবং নির্মিত দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা যাইবে।
(১৯) বজ্র নিরোধক দন্ড, বজ্র নিরোধক যন্ত্র (Lightning Arrester) এবং বজ্র নিরোধক ছাউনী স্থাপন;
(২০) জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা/ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং জনবহুল স্থানে জনসাধারণের জানমালসহ সার্বিক নিরাপত্তা এবং সরকারী সম্পদ রক্ষার্থে 'ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন' প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে।

(খ) বরাদ্দকৃত সম্পদ বিভাজন এবং চাউল/গম/নগদায়ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়ন/মেরামত, জনস্বাস্থ্য (ল্যাট্রিন ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন) এবং পরিবেশ উন্নয়নকল্পে জনহিতকর কার্য সম্পাদন ইত্যাদি কাজের জন্য প্রকল্পে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ১০০% বিক্রয় করা যাইবে। তবে এই মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ২৫% এর সমপরিমান অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২.২ (ক) এর অনুরূপ পদ্ধতিতে উপজেলা পর্যায়ে বিভাজন করিয়া বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে এবং এই দফায় বর্ণিত শ্রমিকদের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে মজুরী প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক হিসাব খুলিয়া মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরীর পরিমান হইবে ৪০০ (চারশত) টাকা। এতদ্ব্যতীত বাঁশ/কাঠের সাঁকো নির্মাণ প্রভৃতি প্রকল্পের জন্য বাঁশ, কাঠ, গুনা, পেরেক ইত্যাদি ক্রয় বাবদ প্রতি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ ১০০% পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিক্রয় করা যাইবে। টিআর কর্মসূচির চাল/গম